আজকের কাগজ

তারিখ 17 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

প্রাথমিক শিক্ষায় মহিলা শিক্ষিকা

"প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বেশি উপযুক্ত"- এই সূত্রমতে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। যদি মহিলারাই বেশি উপযুক্ত বলে মনে হয়, তবে সেই হিসেবে অধিক সংখ্যায় শিক্ষিকা নিয়োগ নিঃসন্দেহে মহৎ পদক্ষেপ। এখানে একটা হিসেব করে দেখা যাক- মনে করি, একটি থানাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ১০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যদি প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড়ে কমপক্ষে ৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা থাকেন তাহলে ৫০০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার মধ্যে ৩০০ জন মহিলা শিক্ষিকা এবং পুরুষ শিক্ষক আছেন ২০০ জন। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকার মধ্যে হয়ত ২০০ জন শিক্ষিকা এবং ৩০০ জন শিক্ষক আছেন। অতএব ৪০% জন মহিলা শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। যদি শিক্ষাদান ক্ষেত্রে মহিলারাই বেশি গ্রহণযোগ্য হন তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার

অগ্রগতির খাতিরে গড়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ২ জন করে মহিলা শিক্ষিকা থাকাই আইন সংগত এমনকি প্রয়োজনও বটে। কিন্তু আইন আর প্রয়োজন যাই থাক এবং উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক না কেন প্রয়োগ বড় দুঃসাধ্য। কারণ, বর্তমানে আমরা দেখছি শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা কোটা ঠিকই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, কিন্তু প্রতিটি বিদ্যালয়ে যে ৬০% মহিলা নিয়োগের কোটা সংরক্ষণ করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা দরকার সেইটা হচ্ছে না। আর যদি তা না হয় তাহলে শুধু শুধু মিথ্যা বুলি দিয়ে আর প্রাথমিক শিক্ষকদিগকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা না করাই ভাল।

শ্রী গোপাল চন্দ্র সরকার
কুলবাড়ীয়া,
ঝিনাইদহ।